بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ যেমনটি আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)ও খন্দকের যুদ্ধের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন, যেহেতু মদীনার বিস্তীর্ণ অংশ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং বাকি অংশটি পাহাড়, মজবুত বাড়ি এবং বাগান নিয়ে গঠিত, তাই শত্রুরা মদীনার উপর তাৎক্ষণিক আক্রমণ চালাতে পারেনি। ফলস্বরূপ, শত্রুরা ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যাকে তাদের সাথে যোগ দিতে এবং মদীনায় প্রবেশের জন্য একটি পথ খোলার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। বনু নাযিরের নেতা **হুয়ী বিন আখতাবকে** বনু কুরায়যাকে রাজি করিয়ে তাদের জোটে যোগ দেয়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে, বনু কুরায়যার সর্দাররা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু হুয়ী'র প্রতিশ্রুতিতে আচ্ছন্ন হওয়ার পরে, তারা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হয়। বনু কুরায়যা ছিল মুসলমানদের মিত্র এবং তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে যোগ না দিলেও মুসলমানরা তখনও আশা করেছিল যে তাদের পক্ষে কেউ মদীনায় আক্রমণ করতে পারবে না। এ কারণে তাদের দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল, এমন সময়ে শত্রুদের সাথে বনু কুরায়যার মিলে যাওয়া মদীনায় আক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যাইহোক, এই পরিস্থিতিতে, মুসলমানদের উদ্বেগ স্বাভাবিক এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রচেষ্টাও আবশ্যক ছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) মদীনা পাহারা দেওয়ার জন্য পাঁচশত লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। বনু কুরায়যার চুক্তি ভঙ্গের খবর মুসলমানদের কাছে পৌঁছলে তাদের ভয় আরও গভীর হয় এবং তারা তাদের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে থাকে। মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেয়ে হযরত **সালামা ইবনে আসলাম** (রা.)-কে দুইশত লোকসহ এবং হযরত **যায়েদ বিন হারিসা** (রা.)-কে তিনশত লোকসহ মদীনার

নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) তাদেরকে সারা রাত বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিতে এবং পর্যায়ক্রমে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করতে নির্দেশ দেন।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই পরিস্থিতি যার বাস্তবতা কোন বিবেকবান ব্যাক্তির কাছে লুকিয়ে থাকতে পারে না, তা দুর্বল মুসলমানদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। কতিপয় মুনাফিক মহানবী (সা.) এর খেদমতে এসে বলতে লাগল: হে আল্লাহ্‌র রসূল! শহরে আমাদের বাড়িগুলি সম্পূর্ণরূপে অনিরাপদ। এমতাবস্থায় যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন তবে আমরা আমাদের বাড়িতে থেকে সেগুলির সুরক্ষা করতে পারি। এর উত্তরে খোদা তাআলা ওহী নাযিল করলেন: وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ, এটা ভুল যে এই লোকেরা তাদের বাড়িঘরগুলিকে অনিরাপদ মনে করে, প্রকৃত বিষয় হল তারা কেবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর পথ খুঁজছে।

সুতরাং এমন বিপজ্জনক সময়ে কিছু দুর্বল মনের মানুষ এবং কিছু মুনাফিক সহ মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত? কখনও কখনও পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল কাফিরদের সেনাবাহিনী কোন দুর্বল মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে শহরের প্রতিরক্ষা লঙ্ঘন করতে পারে। এই আক্রমণগুলি সাধারণত মুসলমানরা তীর দিয়ে মোকাবেলা করত।

এই দিনটি ছিল মুসলমানদের জন্য চরম দুর্ভোগ, দুশ্চিন্তা ও বিপদের দিন, এ অবস্থায় মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.)** ও **হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)**'কে বললেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে মদীনায় উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ গাতফান গোত্রকে দিয়ে এ যুদ্ধ ঠেকানো হোক। এতে উভয়ে সমস্বরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যখন শিরক অবস্থায় কোন শত্রুকে কিছু দিইনি, তখন আমরা মুসলমান হয়ে এখন কেন দেব? আল্লাহর কসম, আমরা তাদের তরবারির ধার ছাড়া কিছুই দেব না। যেহেতু মহানবী (সা.) মদীনার আদি বাসিন্দা আনসারদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর এই উপদেশের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আনসারদের মানসিক অবস্থা খুঁজে বের করা যে তারা এসব নিয়ে চিন্তিত নয়, আর যদি তারা চিন্তিত হয়, সেক্ষেত্রে তাদের সান্ত্বনা প্রদান করা। তবে তাদের অটল সংকল্প দেখার পর, তিনি (সা.) তাদের পরামর্শ মেনে নেন এবং যুদ্ধ চলতে থাকে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে স্বয়ং মহানবী (সা.) বিভিন্ন স্থানে পাহারায় অংশ নিতে থাকতেন। মদীনার এই রাত্রিগুলো ছিল প্রচণ্ড শীতের রাত এবং এর উপর ক্ষুধার কষ্টও ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সা.) এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি বললেন: যদি কোন পূণ্যবান নেক লোক আজ রাতে পাহারা দিত! উত্তরে তখন **সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)** বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আপনাকে রক্ষা করতে পাহারা দেব। তিনি (সা.) বললেন: 'অমুক জায়গায় যাও সেখানে পরিখার একটি অংশ দুর্বল সেখানে পাহারা দাও।'

মহানবী (সা.)'এর প্রতি তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবীদের ভক্তি ও আনুগত্য ছিল অসাধারণ, তারা তাঁর সুরক্ষার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন, অন্যদিকে মহানবী (সা.) ধারাবাহিকভাবে তাদের নিরাপত্তাকে তাঁর নিজের থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর (সা.) এর বীরত্ব এতটাই ছিল যে তিনি নিজের জীবনের জন্য কখনও ভয়ভীত হননি, শুধুমাত্র মদীনাবাসীর জন্য প্রায়শই তিনি বিভিন্ন স্থানে নিজে উপস্থিত থাকতেন। এমনকি যখন তিনি বিশ্রামের জন্য তাঁবুতে ফিরে যেতেন, তখনও তাঁর বেশিরভাগ সময় সেজদাবনত অবস্থায় দোয়ার অতিবাহিত করতে দেখা যেত।

এই যুদ্ধের সময় **হযরত সাফিয়া (রা.)**'র বীরত্বের একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন যে, নারী ও শিশুদেরকে শহরের একটি সুরক্ষিত অংশে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, এবং শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে অক্ষম পুরুষদেরকে তাদের রক্ষা করার জন্য রাখা হয়েছিল। একপর্যায়ে এক ইহুদি গুপ্তচর তথ্য সংগ্রহের জন্য ওই এলাকায় আসে। তখন শুধুমাত্র **হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)** মহিলাদের নিকটে ছিলেন। সন্দেহজনক লোকটিকে দেখে মহানবী (সা.)-এর ফুফু হযরত সাফিয়া (রা.) হযরত হাসসানকে তাকে হত্যা করতে বললেন, কিন্তু দুর্বল মনের হওয়ার কারণে হাসসানের তা করার সাহস ছিল না। তখন বিষয়টি নিজের হাতে নিয়ে, হযরত সাফিয়া (রা.) সেই লোকটির মুখোমুখি হন এবং তাকে হত্যা করেন। এর পর তার মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে ইহুদিদের দিকে ছুড়ে দেন, যাতে ইহুদীরা মুসলিম নারীদের উপর হামলা করার সাহস না পায় এবং তারা মনে করে যে সেখানে যথেষ্ট পুরুষ রয়েছে। সুতরাং, এই কৌশলটি কাজ করে, এবং ইহুদিরা ভয় পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরো বলেন, তদন্তে জানা যায় যে সে ছিল একজন ইহুদী এবং বনু কুরায়যার গুপ্তচর, তাই মুসলমানরা আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ভেবেছিল যে মদীনার এই দিকটি আর নিরাপদ নয়।

মহানবী (সা.) মহিলাদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বারো'শ সৈন্যের মধ্যে পাঁচশত সৈন্যকে শহরে নিয়োগ করেছিলেন এবং পরিখা রক্ষার জন্য এবং আঠারো বিশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মাত্র সাতশ সৈন্য অবশিষ্ট ছিল।

হযরত আলী (রা.)-এর **আমর বিন আবদুদ**কে হত্যা করার ঘটনারও বর্ণনা পাওয়া যায়। আমর বিন আবদুদ এতই সাহসী ছিল যে সে আরবের এক হাজার পুরুষের সমান বিবেচিত হত। সে বদরের যুদ্ধে আহত হয় এবং এই আঘাতের কারণে সে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সে শপথ করেছিল যে যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সা.)কে হত্যা করবে (নাউযুবিল্লাহ্) ততক্ষণ সে মাথায় তেল লাগাবে না।

সে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে পরিখার এপারে এসে অত্যন্ত অহংকারী ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললো, 'হে জান্নাত কামনাকারীরা! আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাব, নয়তো তোমরা আমাকে জাহান্নামে পাঠাও।' সে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আওয়াজ করলে হযরত আলী উঠলেন। মহানবী (সা.) হযরত আলীর মাথায় নিজের পাগড়ি বেঁধে দিলেন, এবং নিজের তরবারি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে দোয়া করে তাকে রওয়ানা করলেন। হযরত আলী (রা.) তাকে তিনটি কথা বললেনঃ ফিরে যাও, মুসলমান হও অথবা মোকাবেলা কর। সে মোকাবেলা করলো এবং হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করলেন। তাকে হত্যার পর তার বাকী সহযোগীরা পালিয়ে গেল।

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, জারর বিন খাত্তাব যিনি ছিলেন **হযরত ওমর (রা.)** ভাই, সে যখন পালিয়ে যেতে থাকে তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে তাড়া করলেন। জারর হঠাৎ থেমে গেলেন এবং হযরত ওমরকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তিনি থামলেন এবং হযরত ওমর (রা.) এর উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকলেন। এর পর হযরত ওমর (রা.)'কে সম্বোধন করে বললেন, 'ওমর, আমার এ অনুগ্রহের কথা মনে রেখ যে আমি তোমার উপর আক্রমণ করিনি।' জারর কি অনুগ্রহ করতে পারত বরং তার উপর আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ছিল যে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হয়ে গেছিলেন। তিনি সক্রিয়ভাবে ইসলামী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, মহা বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। কারো কারো মতে তিনি শাহাদাত লাভ করেননি বরং দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

কয়েকটি বর্ণনা অনুযায়ী, **নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ্**কে এক সময় আমর ইবনে আবদুদের পরিবর্তে হত্যা করা হয় এবং কাফেররা তার লাশের জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে বার্তা পাঠায়। এর বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ: একদিন কাফেরদের কয়েকজন বড় বড় সেনাপতি পরিখা অতিক্রম করে অন্য দিকে আসতে সক্ষম হয়, কিন্তু মুসলমানরা এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করে যে তাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তাই সে সময় পরিখা অতিক্রম করতে গিয়ে নওফাল নামে কাফেরদের এক মহান নেতা নিহত হয়।

সে এমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল যে, কাফেররা মনে করেছিল যে, তার দেহ ধ্বংস হলে আরবে আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বার্তা পাঠায় যে, তিনি যদি তার লাশ ফেরত দেন তাহলে তারা তাকে দশ হাজার দিরহাম দিতে প্রস্তুত। তারা মনে করত, উহুদের যুদ্ধে যেভাবে তারা (মুসলমান) সর্দারদের এমনকি মহানবী (সা.)-এর চাচার নাক-কান কেটে দিয়েছিল, আজ হয়তো মুসলমানরা তাদের এই সম্ভ্রান্তের নাক কান কেটে ফেলে অসম্মান করবে কিন্তু ইসলামের বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম মৃতদেহ অপবিত্র করার অনুমতি দেয় না তাই কাফেরদের বার্তা মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেনঃ

'এই মৃতদেহ নিয়ে আমরা কী করব? আমাদের এই দেহের কি লাভ যে আমরা এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কোন মূল্য নেব? আপনারা মৃতদেহটি অতি উৎসাহে তুলে নিন, এতে আমাদের কিছু করার নেই।'

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার অঙ্গ সংগঠনগুলির ইজতেমার উল্লেখ করে উপদেশ প্রদান করেন যে, এই দিনগুলিতে বিশেষ করে দোয়াতে প্রচুর সময় ব্যয় করুন, দরূদ পাঠে মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে এর তাওফিক দান করুন। আর শুধু বিনোদন বা কথাবার্তায় সময় ব্যয় না করে ইজতেমার উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তাআলা সবদিক দিয়ে এটি কল্যাণময় করে তুলুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
27 September 2024
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat